কোটচাঁদপুরে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

কোটচাঁপুরে সাপের কামড়ে আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামের এক কৃষের মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার ১২ টার সময় স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা শুরুর আগেই মারা যান তিনি। সে তালিনা গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদ বিশ্বাসের ছেলে।
এলাঙ্গী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য কামাল হোসেন বলেন,তখন বেলা ১১ টা বাজে। আব্দুর রাজ্জাক তালিনা গ্রামের মাঠে পেয়ারা গাছে ঔষধ স্প্রে করছিলেন। এ সময় সে সাপের কামড়ের শিকার হন। খবর পেয়ে তাঁর স্বজনরা আব্দুর রাজ্জাক উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক রাফসান রহমান প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করান।
এরপর স্বজনরা তাকে নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপরের ওয়াডে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষনের মধ্যে সে মারা যান। আব্দুর রাজ্জাক কে জাত সাপে কামড় দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই ইউপি সদস্য। আব্দুর রাজ্জাক কোটচাঁদপুরের তালনা গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে।
এ ব্যাপারে চিকিৎসক রাফসান রহমান বলেন,সাপে কাটা রোগীটির অবস্থা ভাল ছিল না। তাকে দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উপরে ওয়াডে পাঠানো হয়।এর কিছুক্ষন পরই তিনি মারা যান বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,ওনার স্বজনা জানিয়েছেন সাপে কামড় দিয়েছেন আব্দুর রাজ্জাক কে। সে মোতাবেক দেখে চিকিৎসা দেয়া হয়। তবে ঔষধ প্রয়োগের আগেই তিনি মারা যান। তিনি বলেন, সাপের কামড়ে কোন রোগী এতটা খারাপ হয় না। তিনি সাপের কামড়ানোর পর ভয়ে স্ট্রোক করেছেন বলে ধারনা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দিনগত রাতে উপজেলার চন্দ্রবাস সেমি পাকা নূরানিয়া হাফিজিয়া কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে। সোমবার (০১ আগস্ট)

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়।

ওই দুই ছাত্র হলো-দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস ডাক্তার পাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে আব্দুল্লাহ (১৩) এবং একই গ্রামের মাঝের পাড়ার শওকত আলীর ছেলে জুনায়েদ (১২)।

মাদরাসার মুহতামিম হাজী আক্তার ফারুক বলেন, ভোরের দিকে আব্দুল্লাহ ও জুনায়েদকে বমি করতে দেখেন এক শিক্ষক।

জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়, তাদের সাপে কামড় দিয়েছে। এ সময় আব্দুল্লাহর ডান পায়ে এবং জুনায়েদের বাম হাতে সাপের কামড়ের চিহ্ন দেখতে পান তিনি।

মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় তাদের প্রথমে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর দুজনই মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো এক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে তাদের কামড় দিয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কেরামত আলী বলেন, জুনায়েদ আমার ফুফাত ভাইয়ের ছেলে। সে রোববার মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে। রাতে দুই শিশু দুই স্থানে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যেই সাপে কামড় দিয়েছে। সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, জুনায়েদের বাবা কাঠমিস্ত্রি। দুই ভাই-বোনের মধ্যে জুনায়েদ ছোট। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বাবা-মা পাগলপ্রায়। দুজনের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের বলেন, সকাল ৭টার দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই মাদরাসাছাত্রকে ভর্তি করা হয়। সকাল পৌনে ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আমার পুলিশ ঘটনাস্হল গিয়েছিলো তবে সর্প দংশনে তাদের দুজনের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তদন্ত করলে বুঝা যাবে আসলে ঘটনা কি?